দৈনিক সংবাদ
0 3 JAN 1989

তারিখ 0 3 JAN 1989 ... ...
পৃষ্ঠা ... ... 5 কলাম 3 ... ...

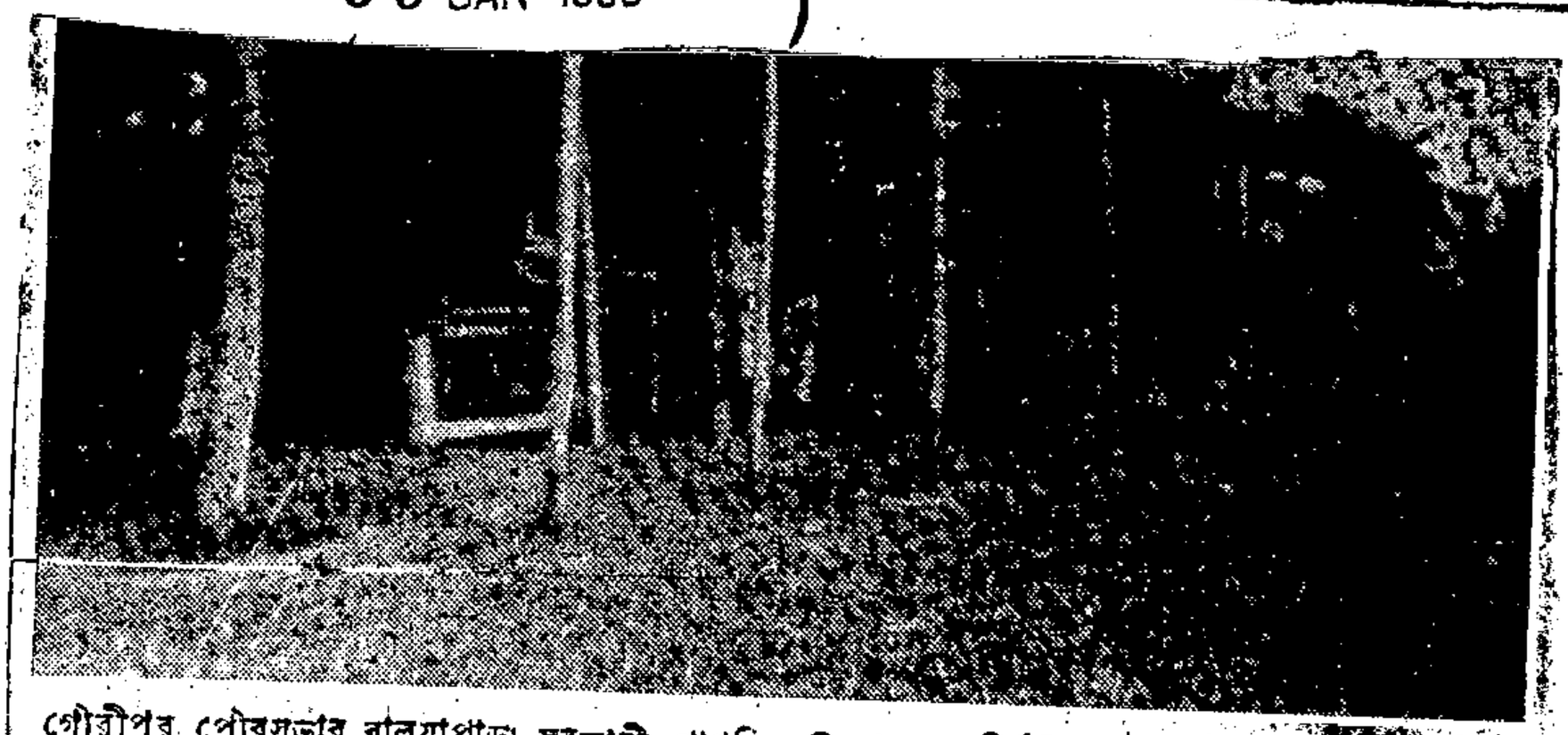

গৌরীপুর পৌরসভার বালুয়াপাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়। দীর্ঘদিন অতিবাহিত হবার পরও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ ঝড়ে বিধ্বস্ত স্কুলটি মেরামতের উদ্যোগ নেননি।

গৌরীপুরের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বিভিন্ন সমস্যা ॥ লেখাপড়া ব্যাহত

গৌরীপুর (ময়মনসিংহ), ২রা জানুয়ারী (নিজস্ব সংবাদদাতা)।— গৌরীপুর উপজেলার অধিকাংশ প্রাথমিক বিদ্যালয় দীর্ঘদিন যাবৎ নানা সমস্যায় জর্জরিত। বিদ্যালয়গুলোর চেয়ার, টেবিল, বেঞ্চ, ব্লাকবোর্ড, আলমারি নেই। অধিকাংশ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পায়খানা-প্রস্রাবখানা নেই, বিদ্যালয়ের জরাজীর্ণ গৃহ প্রভৃতি কারণে লেখাপড়া ব্যাহত হচ্ছে। অন্যদিকে অনেক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা কমে যাচ্ছে।

এই উপজেলার ৭৮টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং ২৩টি বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে। এ উপজেলার অধিকাংশ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের রয়েছে গৃহ সমস্যা। এছাড়া বেশ কিছু বিদ্যালয় গৃহের দরজা-জানালা, ছাদ দীর্ঘদিন যাবৎ মেরামত না করায় সেগুলো জরাজীর্ণ হয়ে পড়েছে। অধিকাংশ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে রয়েছে খাবার পানির সংকট। বিভিন্ন বিদ্যালয়ে যে পরিমাণ নলকূপ রয়েছে তা প্রয়োজনের তুলনায় নিতান্তই সীমিত। তাছাড়া বিভিন্ন যন্ত্রাংশের অভাবে অধিকাংশ নলকূপ অকেজো অবস্থায় রয়েছে।

চেয়ার, টেবিল, আলমারি, বেঞ্চ, ব্লাকবোর্ড ও অন্যান্য উপকরণের অভাব রয়েছে প্রায় প্রতিটি বিদ্যালয়ে। বেঞ্চের অভাবে ছাত্র-ছাত্রীদের মাটিতে বসে কিংবা দাঁড়িয়ে ক্লাস করতে হয়। শিক্ষকরাও ভাঙ্গা চেয়ারে বসে বা কখনও দাঁড়িয়ে ক্লাশ করান। বেশ কয়েকটি বিদ্যালয় গৃহের সমস্যা থাকার ফলে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র পাশের বাড়ীতে রাখা হয়। এবং কাছারি ঘরে, মাটিতে গাছের নীচে বা চাটাই হতে বসে ক্লাস করতে হচ্ছে। সবচেয়ে করুণ অবস্থা হচ্ছে—বালুয়াপাড়া গিদাউষা, তেরশিয়া, বিশ্বনাথপুর, ডোহাখলা, নওগাও ঘাটের কোনা চড়াকোনা, আমুদপুর, পশ্চিম ভালুকা, গিলিমপুর, খালিজুরী ধোপা জাঙ্গালিয়া, ডাওকী বিদ্যালয়।

এদিকে গত বছর এবং চলতি বছর বন্যা ও ঝড়ে বিধ্বস্ত উপজেলার ২২টি বিদ্যালয় মেরামত করা হয়নি। ক্ষতিগ্রস্ত বিদ্যালয়গুলো হচ্ছে—দক্ষিণ লাঙ্গাপাড়া, ডেকুরা বড়ভাগ, আমুদপুর, ভালুকাপুর, দাড়িয়াপুর, খানপাড়া, পূর্ব ভালুকা। ঝড়ে ও বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত কয়েকটি বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ চাঁদা তুলে স্কুল গৃহ মেরামত করেছেন। অধিকাংশ বিদ্যালয়ে পায়খানা-প্রস্রাবখানা না থাকায় ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষকদের ভোগান্তির শেষ নেই। অনেক বিদ্যালয় ছাত্র-ছাত্রীদের শরীরচর্চা ক্রীড়ানুষ্ঠানের জন্য মাঠ ও খেলার সরঞ্জাম নেই।